চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে ২০ জন করোনায় আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে আরও ২০ জন করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান।
এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত হলেন ৪৯০ জন।

নতুন ২০ জনের মধ্যে সদরে ১৪ (রেল পাড়া-১, দৌলতদিয়াড় আলোকদিয়া- ১, বিদ্যুৎ অফিস-২, ফেরীঘাট রোড-১, হক পাড়া-১, বাজার পাড়া-১, বড় বাজার পাড়া-২, কোর্ট পাড়া-১, ফার্ম পাড়া-৩, মল্লিক পাড়া-১) জন।

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩ (রথতলা-২, ক্যানাল পাড়া-১) ও দামুড়হুদা উপজেলায় ৩ (ইসলাম বাজার দর্শনা-০১, মাদ্রাসা পাড়া-০১, উজিরপুর-০১, লোকনাথপুর হাউলি-০১) জন।
এ ছাড়াও ফলোআপ পজেটিভ এসেছে ১টি। তিনি হলেন দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুরের।

জীবননগরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর খেলাচ্ছলে বাড়ির পার্শ্বে পরিত্যক্ত ডোবাতে পড়ে করুণ মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, হাসাদাহ ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের কওছার আলীর ছেলে একই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের লাল মোহাম্মদের মেয়ে শারমিনের সাথে বিয়ে হয়।

বিয়ের পর থেকেই মনির হোসেন শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকেন। মনির হোসেনের শ্বশুর বাড়িতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শাহার আলী মনির

হোসেনের এক মাত্র ছেলে।

তার মৃত্যুতে মনির হোসেনের পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকায় এক শোকের ছায়া নেমে আসে।

জীবননগর হাসাদাহ ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যসের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন ও মানব বন্ধন

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম ও ইউপি সদস্য সোহেল রানা শ্যামলের বিরুদ্ধে হাসাদাহ জাফরাবাজ পাড়ার মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলে সোহরাফ এবং ছেলে রাজুর প্রান নাশের হুমকির প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন ও মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় স্থানীয় হাসাদাহ বাজারে এলাকার প্রতিবাদি মুখোর সর্ব সাধারনের উপস্থিতে এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় পরে মানব বন্ধন অনুষ্ঠান শেষে বেলা ১২টার সময় হাসাদাহ প্রেসক্লাবে উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ।

জানাযায়, হাসাদাহ বাজার জাফরাবাজ পাড়ায় বসবাসকারী মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলে সোহরাফ আলীর নামে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ উপহার স্বরুপ ত্রান মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দকৃত হত দারিদ্রদের মাঝে দুর্যোগ সহনিয়ো ঘর র্নিমানের জন্য সোহরাফ আলীর নামে একটি ঘর বরাদ্ধ দেওয়া হয়।

কিন্তুু সেই ঘর নির্মানের জন্য তার নিকট হতে নগদ মোট অংকের অর্থ আদায় সহ ঘর নির্মানের চরম অনিয়মের অভিযোগ তুলে দুদকের কাছে সোহরাফ আলীর ছেলে বাদি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে দুদক অভিযুক্ত

ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু করেন পরে দুদকের তন্দত্বে উক্ত দোষি ব্যাক্তিরা দোষী প্রমানিত হলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় থেকে তাদেরকে গত ১-৭-২০২০ইং তারিখে জীবনগর উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যেমে ইউপি চেয়ারম্যান ও ঐ ইউপি সদস্যেকে অস্থায়ী ভাবে বরখাস্তের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং সেই সাথে কেন তাদেরকে স্থায়ী ভাবে বহিষ্কারাদেশ করা হবেনা সেই মর্মে দশ কার্য দিবসের মধ্যে কারন দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

এরপর থেকে অভিযুক্ত ব্যাক্তিরা বাদি পক্ষকে বিভিন্ন লোক মারফোথ মামলা তুলে নেবার জন্য চাফ সৃষ্টি করেন এবং প্রাননাশের হুমকি প্রদান করেন বলে সংবাদ সম্মেলন এবং মানব বন্ধনে এমনটি প্রকাশ করেন অভিযোগ কারী সোহরাফ এবং তার ছেলে রাজু আহাম্মদ। সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের দারা তারা বর্তমানে খুবিই জীবন শঙ্খায় আছেন ।

তাই সোহরাফ হোসেন এবং ছেলে রাজু সহ তার পরিবার স্থানীয় প্রশাসন এবং উর্দ্ধোতন সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সকল ধরনের আইনি সহয়োতা চেয়েছেন তারা। মানব বন্ধনে উপস্থিত সকলেই অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের দৃষ্টান্ত মুলোক শাস্তি দাবি করেন।

জীবননগরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ঘরে আগুন, থানাই অভিযোগ

দীর্ঘদীন যাবত পরস্ত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েও তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে রাতে আঁধারে চার সন্তানের জনকের ঐ পরস্ত্রীর ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা ৬নং রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামে। গত ২শরা জুলাই এ ঘটনা ঘটে বলে জানাযায় ।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলা রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামের

মুনতাজ হোসেনের ছেলে চার সন্তানের জনক ভুট্রো (৫০) মিয়ার কু- দৃষ্টি পড়ে একই গ্রামের স্কুলপাড়াই বসবাসকারী সোহেল রানার স্ত্রী অন্তরা খাতুনের দিকে । তারপর থেকে অন্তরা খাতুনকে ভুট্রো মিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাব দিতে থাকে ।

ভুট্রোর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত ২রা জুলাই রাতে ম্বামী সোহেল রানা বাড়িতে না থাকার বিষয়টি বুঝতে পেরে লম্পট ভট্রো রাতে আঁধারে ঘরের জানালা দিয়ে পাটকাটিতে করে আগুন ধরিয়ে ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ছুড়ে মারে এ সময় ঘরের ভিতরে থাকা অন্তারা খাতুন এবং তার সাথে থাকা তারিই ভাসুরের মেয়ে বিষয়টি টের পেয়ে সাথে সাথে প্রাণ বাঁচাতে কোন ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন পরে বাড়ির সকলে এবং পাড়া প্রতিবেশীরা মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকা গরু বিক্রির নগদ এক লক্ষ টাকা সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে ছায় হয়ে যায় বলে এমনটি জানান ভুক্তভোগী পরিবার এবং ঐ সময় উপস্থিত ঐ মহল্লার বাসিন্দা আলাউদ্দিনের ছেলে নিজাম, হাসেমের ছেলে রিদয় এবং মৃত সৈয়দ সরকারের ছেলে হাসান আলী সরকার। অন্তরা খাতুন জানান আমার স্বামী বাহিরে চাকুরি করে তাই আমি আমার শশুর বাড়িতেই একাই বসবাসকরি।

আমার স্বামী বাড়িতে না থাকাই সুযোগ বুঝে লম্পট ভুট্রো আমাকে দীর্ঘদিন ধরে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছিল এমনকি বলতো আমি তার প্রস্তাবে রাজি না হলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। তাই আমি আমার প্রাণ বাঁচাতে ও মান সম্মানের ভয়ে বিষয়টি এতদিন কাউকেই জানাতে পারিনি। শেষমেশ সে আমাকে মেরে ফেলার জন্য এই প্লান করেন।

এদিকে ঘটনাটি ঘটার পরে ভুট্রো এলাকা থেকে শটকে পড়াই এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকাই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অন্তরা খাতুন গতকাল সকালে নিজেই জীবননগর থানাই উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনাটি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে জীবননগর থানার অফিসার্স ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের বরাবর একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানাযায়।

ঘটনাটি এলাকাই জানাজানি হলে গ্রামের সকলেই উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মূলোক শাস্তির দাবি জানান।

জীবননগরে কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের একটি আমবাগান থেকে মো. ইয়ামিন (১৫) নামে এক কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে বাগানের একটি আমগাছে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় ইয়ামিনের লাশ দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। সে পাশের সন্তোষপুর গ্রামের কদর আলীর ছেলে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, পারিবারিক কলহের জেরে বুধবার দুপুরে ইয়ামিন বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়।

বাড়ীর লোকজন পাশর্^বর্তী সকল স্থানে অনেক খোঁজাখুজি করেও তাকে পাইনি। পরদিন সকালে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

জীবননগরে আন্তজেলা ডাকাত দলের শীর্ষ দুই সদস্য আটক

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে আন্তজেলা ডাকাত দলের দুই শীর্ষ সদস্য পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

বুধবার গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দামুড়হুদা ও জীবননগরের সার্কেল এ এস পি আবু রাসেল ও জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর

উপজেলার গোয়ালহুদা গ্রামের হানিফ ড্রাইভারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে

মাদারীপুর জেলার কালকিনী উপজেলার আঃ আজিজ সরদারের ছেলে আন্তজেলা ডাকাত দলের শীর্ষ সদস্য খবির সরদার (৫৫)এবং মহেশপুর উপজেলার পুরন্দপুর গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য জনি শেখকে(৩১) তার শ^শুরবাড়ি মহেশপুর উপজেলার বাথানগাছী গ্রাম থেকে আটক করে ।

এ সময় তাদের নিকট থেকে ডাকাতি করা অর্থের ভাগস্বর ৩হাজার টাকা উদ্ধার করে ।উল্লেখ্য গত ২৭-৬-২০ ইং তারিখে জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের মিনাজপুর গ্রামের হামিদুজ্জামান টিটুর বাড়িতে সঙ্গবদ্ধ অবস্থায় ৬/৭জন ডাকাতদল বাড়ির বাউন্ডারির দেওয়াল টপকিয়ে ঘরের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে দারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাদের বাড়িতে অবস্থানরত সকলের হাত,পা বেধে নগদ টাকা,স্বনালংকার ,মোবাইল ফোন সহ সর্বমোট দুই লক্ষ ৮৩হাজার ৮০০ টাকার মালামাল লুট করে নেয়।

ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় ডাকাত দলের দুই সদস্য গ্রেফতার হওয়ায় এলাকার সাধারন মানুষের মধ্যে একটি স্বস্থী দেখা গেছে।এ বিষয়ে গতকাল বৃহসপ্রতিবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় এ এস পি আবু রাসেল জীবননগর থানায় উপস্থিত হয়ে একটি প্রেস বিফ্রি করেন ।

এ সময় তিনি বলেন অপরাধী যতবড় শক্তিশালী হোক না কেন তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ।এর সাথে যারা আরো জড়িত আছে তাদের কেউ খুব শিঘ্রই আটক করা হবে ।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে একসঙ্গে তিন সন্তান জন্ম

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে আছমাউল হুসনা (২৮) নামের এক নারী একসঙ্গে তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। সোমবার সকালে জীবননগর শহরের একটি ক্লিনিকে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা

তিনটি জন্ম হয়।

তিনি জীবননগর সুটিয়া গ্রামের আবুল কাশেমের মেয়ে এবং ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডেফলবাড়ি গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামের আবুল কাশেমের গর্ভবতি মেয়ে আছমাউল হুসনা অসুস্থ হলে গতকাল সোমবার ভোরে জীবননগর শহরের মনোয়ারা সনো সেন্টারে ভর্তি করা হয়। দায়িত্বরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের সিদ্ধান্ত নেন।

অস্তোপচারের পর একে একে তিনটি সন্তানের জন্ম হয়। তিন সন্তানের দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে। নবজাতক দুটি ছেলের মধ্যে একটি ছেলে ইতিমধ্যে মারা গেছে।

রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বাচ্চার মা সুস্থ রয়েছেন। খবরটি এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

হাসাদাহ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে নবাগত ইউএনও কে ফুলেল শুভেচ্ছা

হাসাদাহ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে গতকাল সকাল ১০ ঘটিকার সময় জীবননগর উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুনিম লিংকনকে ফুলেল শুভেচ্ছা অভিন্দন জানানো হয় ।

এ সময় হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি এম মতিয়ার রহমান , সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, কষাধক্য বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক আল-আমিন নির্বাহী সদস্য কবির আহম্মদ সহ সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত থেকে তাকে শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

জীবননগরে তরমুজ ক্ষেত কেটে সাবাড়

পুর্ব শুত্রুতা মুলক ভাবে দিনে দুপুরে প্রান্তিক এক চাষীর ক্ষেতের প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার তরমুজ দিনে দুপুরে কে বা কাহারা কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের কাটাপোল গ্রামে।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলার কাটাপোল গ্রামের বারেক মন্ডলের ছেলে সাইদুল ইসলাম পরের জমি বর্গা নিয়ে একটু লাভের আশায় অনেক কষ্ট করে তরমুজ চাষ করেছিলেন কিন্তুু তার ভাগ্যে তা আর সইলো না।

দিনের বেলাই কে বা কাহারা তার ক্ষেতের প্রায় ৫০ হাজার টাকার তরমুজ কেটে নষ্ট করে মাঠেই ফেলে রেখে গেছেন। এতে করে ঐ প্রান্তিক চাষী সাইদুল ইসলাম আর্থিক ভাবে চরম ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছেন এমনকি তিনি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গেও পড়েছেন।

সাইদুল ইসলাম জানান, আমি বিকালে ব্যাক্তিগত কাজে একটু বাজারে গিয়েছিলাম বাজার থেকে এসে আমার ক্ষেতে এসে দেখি কে বা কাহারা আমার এই ক্ষতি করেছেন।

তিনি বলেন, আমার সাথে গ্রামের কারোর কোন শুত্রুতা ছিল না তার পরো কেন আমার এই ক্ষতি করলো। তিনি তার এই ক্ষতির জন্য তদন্ত পুর্বক গ্রাম্ম্য মতোব্বরদের কাছে সুষ্ট বিচার দাবি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আতিকুজ্জামান (সন্টুর) সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আমি বিষয়টি শুনেছি, কাজটি যারাই করুক না কেন তারা অত্যান্ত ন্যাক্কার জনক কাজটি করেছেন। আমি এই কাজের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

জীবননগরে সরকারি ঘর নির্মাণের অনিয়মের অভিযোগ করাই কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা

দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত সরকারি ঘর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ করাই বিপাকে পড়েছেন ভুক্তোভোগী অসহায় পরিবারটি। অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও অসহায়ের মত কর্তৃপক্ষের দারে দারে ঘুরেও কোন বিচার পাননি। তাদের শেষ সম্বল ভিটা মাটি যে টুকু ছিল সেটুকু এই ঘর নির্মাণের জন্য সরকারের নামে বন্দোবস্ত দিয়ে তারা এখন পথে বসেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নে।

জানা যায়, জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের জাফরাবাজ পাড়ায় মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে সোহরাফ হোসেনের নামে দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দকৃত দুর্যোগ সহনীয় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দেশের অসহায় গরিব মানুষের জন্য সরকার একটি করে ঘর বরাদ্ধ দিয়েছিলেন।

তারই অংশ হিসেবে সোহরাফ হোসেনের নামে একটি ঘর বরাদ্ধ দেন অত্র ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি বিশ্বাস। কিন্তুু সেই ঘর নির্মানের জন্য সোহরাফ হোসেনের কাছ থেকে দফায় দফায় অর্থ আদায়ের অভিযোগ অত্র ইউনিয়ন পরিষদের এক ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে।

বিষয়টি এলাকায় জানাযানি হলে এমনকি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সবার মাঝে হাজারো নিন্দার ঝড় ওঠে। তার পর থেকে আপাততো ঘর নির্মাণের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে অসহায় পরিবারটি পড়েছেন বড়ই বিপদে, বর্তমানে তার মাথা গোজার মত যে টুকু আশ্রয় ছিল সে টুকুও হারিয়ে আজ পথে বসেছেন।

তার কাছ থেকে দফায় দফায় এই ঘর নির্মাণের জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যে অর্থ আদায় করেছেন তার একটু ন্যায় বিচারের আশাই বিভিন্ন সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দারস্ত হয়েছেন এটাই ছিল তার অপরাধ।